এসএসসি পরীক্ষায় আসন বণ্টন

১৯৮০ ইং সনের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা গত ২০শে মার্চ থেকে শুরু হয়েছে। এ পরীক্ষায় বরিশাল শহরের বরিশাল কেন্দ্রে পরীক্ষার্থী/পরিক্ষার্থিণীদের আসন বন্টনে যে অনিয়ম করা হয়েছে তার উল্লেখ না করে পারছি না। বরাবরই দেখে আসছি যে এক স্কুলের পরীক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীর সিট অন্য স্কুলে পড়ে থাকে। অর্থাৎ কোন ছাত্রছাত্রীই নিজ স্কুলে বসে পরীক্ষা দিতে পারে না। এবারে দেখা গেলো আশ্চর্যজনকভাবে এর ব্যতিক্রম হতে। এ বছর বরিশাল সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ও হালিমা খাতুন উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থিণীরা তাদের নিজ নিজ বিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিচ্ছেন। যদিও হল গার্ডরা নিজ নিজ বিদ্যালয়ের নয়। এর কারণস্বরূপ এটুকুই জানা গেলো যে সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা সমস্যা জর্জরিত বিশেষত টিনের নির্মিত হালিমা খাতুন স্কুলে গিয়ে পরীক্ষা দিতে পারবেন না। সেই আবদারের প্রেক্ষিতেই নাকি এ নিয়ম। যদিও উল্লেখ না করলে চলছে না যে হালিমা খাতুন স্কুলে একটি বড় দ্বিতল দালান আছে এবং তাতে সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষার্থিনীর আসন সংকুলান সম্ভব।

যখন বরিশালের তথা দেশের প্রায় সব পরীক্ষা কেন্দ্রেই এভাবে স্কুল পরিবর্তনের মাধ্যমে কিছুটা মানসিক চাপ নিয়ে সকল পরীক্ষার্থী/পরীক্ষার্থিনীরা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে সেক্ষেত্রে সামান্য অজুহাতে এ দুটি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা নিজ বিদ্যালয়ে এসে পরীক্ষা দেবার সুযোগ পাবে এটা নিশ্চয় খুব সঙ্গত নয়।

এখানে উল্লেখ্য, এর চেয়ে বড় অজুহাত থাকা সত্ত্বেও যারা এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন তারা হলেন: বরিশাল জেলা স্কুলের পরীক্ষার্থীরা। এটা এ শহরের সবাই জানেন যে বরিশাল জেলা স্কুল ব্যতীত বরিশালের আর কোন স্কুলে এমন কি সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়েও বৈদ্যুতিক পাখা নেই। এমন একটি ন্যায়সঙ্গত অজুহাত থাকা সত্ত্বেও বরিশাল জেলা স্কুলের ছাত্ররা পরীক্ষা দিচ্ছে বৈদ্যুতিক পাখাবিহীন দালান ও টিন নির্মিত শহরের অন্য একটি বিদ্যালয়।

নিজ স্কুলে বসে পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ নিতে উক্ত বালিকা বিদ্যা-

জনমত

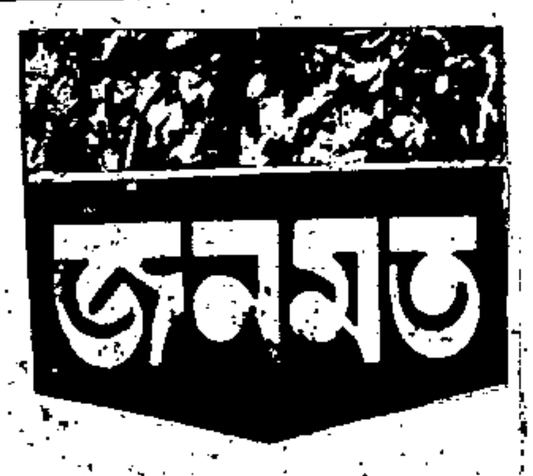

লয়ের অযৌক্তিক অজুহাতকে মেনে নিয়ে কর্তৃপক্ষ নিশ্চয় সুবিবেচনার পরিচয় দেননি। এধরনের ব্যবস্থায় গেলে কর্তৃপক্ষের সর্বাগ্রে ভাবা উচিত ছিলো বরিশাল জেলা স্কুলের ছাত্রদের কথা। সে যাই হোক, পরীক্ষার আসন বন্টনের দায়িত্বে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের অনুরোধ আগামীতে আসন বন্টনের কাজটা যেন সুবিবেচনার সঙ্গে করা হয় এবং এতে কারো প্রতি করুণা আবার কারো প্রতি যেন অবিচার করা না হয়।

মোঃ নুরুজ্জামান নয়ন
(প্রাক্তন ছাত্র)
বরিশাল জেলা স্কুল
বরিশাল।